STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
satsa
WEST BENGAL
www.satsawb.org

সাট্‌সা বুলেটিন

৯ম বর্ষ • ৩৩ তম সংখ্যা • জুন, ২০১৯

সম্পাদকীয়...

আমরা কাজ করি আনন্দে। রাজ্যের কৃষি উন্নয়নে সংগঠনের সদস্যরা দায়বদ্ধ। তাই তারা রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে অবস্থান করেও বছরভর উন্নত কৃষি প্রযুক্তি রাজ্যের কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। বিগত দিনে সদস্যরা কৃষকদের বিপদে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। খরা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, উন্নত চাষের পদ্ধতি, জাতের প্রবর্তনে প্রর্দশন ক্ষেত্র রূপায়ণ, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ থেকে কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড বিতরণ, শস্য বীমা যোজনা সহ, কেন্দ্র ও রাজ্যের নানা কৃষি উন্নয়নের প্রকল্প সাফল্যের সাথে রূপায়ণ করে চলেছে সাট্‌সার সদস্যরা।

এই অবস্থায় সাট্‌সা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে যে, গত জানুয়ারী মাস থেকে সাট্‌সার সদস্য কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌রা মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে হয়রান হচ্ছেন। এই সময়কালে একই সঙ্গে ব্লকস্তর পর্যন্ত কৃষিমেলা উদ্‌যাপন, কৃষক বন্ধু প্রকল্পের কাজ, প্রতি জেলায় মাটি উৎসব উদ্‌যাপন, বছর শেষের কাজ, কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের কাজ সমাপ্ত করা ও সর্বোপরি, লোকসভা নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালন করা ও দৈনন্দিন অন্যান্য কাজে সদস্যরা স্থিতধী থেকে যে দায়বদ্ধতার নির্দশন রেখেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এরই মধ্যে গত ২৩ ও ২৪ শে ফেব্রুয়ারী হাওড়ার শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত ৭ম দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে সংগঠনের শক্তি ও ঐক্যকে দৃঢ় করেছেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখেছেন।

কিন্তু রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নে কৃষি প্রযুক্তিবিদ্‌দের দায়বদ্ধতা ও আত্মত্যাগ সর্বস্তরে প্রশংসিত হলেও তাদের ন্যায্য প্রাপ্তিগুলোর প্রতি চরম সরকারী গতানুগতিকতা বিস্ময় সৃষ্টি করে। অনিয়মিত সমান্তরাল বদলি, কাঙ্খিত SLD রূপায়ণে সরকারী অনিচ্ছা ও ন্যায্য দাবী দাওয়ার প্রতি নিঃস্পৃহতা সদস্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। যদিও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই দাবীগুলী আদায়ে সচেষ্ট রয়েছেন। উচ্চ মহলে দাবীগুলো তুলে ধরা ও ন্যায্য প্রাপ্তি আদায়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার মত একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে নেতৃত্ব। সদস্যদের হতাশা কাটিয়ে পূর্ণোদ্যমে সরকারী কাজে মনোনিবেশ করাতে সাট্‌সার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সদা সচেষ্ট। নতুন কৃষি আধিকারিকদের দ্রুত নিয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তদ্বির করে চলেছে। সাট্‌সা মনে করে সদস্যদের ঐক্য ও অদম্য উৎসাহ আগামীদিনে দাবী আদায়ে শক্তি যোগাবে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৭–১৮ বর্ষের ষষ্ঠ সভার প্রতিবেদন

গত ১৭ই ও ১৮ই নভেম্বর ২০১৮ তারিখে, সাট্‌সা ভবনে অনুষ্ঠিত হল সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের ২০১৭-১৮ বর্ষের ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সভা।

উপস্থিত সকল সদস্যকে শারদীয়া, দীপাবলী ও ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি, সাট্‌সা আলোচনার সূত্রপাত করেন। সভার শুরুতেই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ডঃ রাজেশ কুমার সিং-এর অকাল প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।

অতঃপর শ্রী মুরারী যাদব, সভাপতি সাট্‌সা তার বক্তব্যে বলেন যে, বিরোধী শক্তিকে কখনই দূর্বল ভাবা উচিৎ হবে না এবং আত্মসন্তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। তিনি সংগঠনের একতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এংব সকল ধরনের অনৈতিক কাজকর্ম থেকে দূরে থাকার পরামর্শও দেন।

শ্রী তপন কুমার দাস, সহ সভাপতি, বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে বলেন যে, আমরা বেশ কিছু চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা পেলেও, অনেক কিছু পাওয়ার বাকী আছে। কর্মক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাপের সামনে আমাদের অসুবিধাগুলি উচ্চপদাধিকারীদের সামনে তুলে ধরার সময় এসেছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

শ্রী মৃদুল সাহা সহ-সভাপতি, চাকুরীগত ও সাংগঠনিক কাজে 'We feeling' এর উপর জোর দিয়ে বলেন যে আমাদের সংগঠনের সদস্যদের কখনই বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় না, সাংগঠনিক কর্মকান্ডের কারনে।

এরপর বক্তব্য রাখেন শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক, সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ। সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে বলেন সাট্‌সার এক কর্মকান্ডে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন সংগঠন সাট্‌সার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। জেলা ও রাজ্যের কমিটি গঠনে সম্ভাবনাময় নতুন মুখদের সুযোগ দেবার আবেদন তিনি রাখেন।

তিনি সভায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলিও উপস্থাপন করেন—

(১) সংগঠনের তরফে লাগাতার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ভাড়া গাড়ীর জ্বালানীর খরচের জন্য দপ্তর একটি পৃথক Head of A/C সৃষ্টি করেছেন এবং এই Head-এ তহবিলও প্রদান করা হয়েছে। তিনি সব জেলার জেলা সম্পাদকদের, জেলা উপকৃষি অধিকর্তা ও সহকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)-এর সঙ্গে আলোচনা করে মার্চ ২০১৯ অবধি তহবিল-এর প্রয়োজন জানাতে অনুরোধ করেন।

(২) SDRF-এর অধীনে ক্ষতির এলাকা, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি জানান কোচবিহার জেলার জন্য নির্ধারিত তহবিল এক সপ্তাহের মধ্যেই পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তহবিল পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। মহকুমা স্তরের Asstt. D.A. (SM.)-দের এ ব্যাপারে জড়িত করার কথাও তিনি বলেন।

(৩) সংগঠনের প্রয়োজনে তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে আলোচনা করে তিনি বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ এ বিষয়ে কাজ করলে, সংগঠন তার দায় নেবে না। যদিও গত ৮ বছরে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

(৪) Asstt. D.A. পদের কর্মরত আধিকারিকদের বদলী সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং কোনো কোনো সদস্য এ প্রসঙ্গে সর্বোচ্চস্তরে দরবার করছেন জানিয়ে তিনি এই প্রবণতা ত্যাগ করার আহ্বান জানান।

(৫) প্রায় সকল জেলার জেলা সম্পাদকরা SAR রিপোর্টিং-এর ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছেন বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

অতঃপর তিনি 'চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তার' বিষয়ে খসড়া প্রস্তাব সভায় পেশ করেন এবং জেলা সম্পাদকদের জেলার BGM-এ এবিষয়ে আলোচনা করতে অনুরোধ করেন। পরবর্তী কেন্দ্রীয় কমিটির সভার আগেই জেলার মতামত পাঠানোর অনুরোধও তিনি করেন।

শ্রী সুজনকুমার সেন, দপ্তর সম্পাদক, সকল উপস্থিত সদস্যদের অবগত করান যে আগামী ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখে পরবর্তী দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভার আগেই সব জেলার BGM সম্পূর্ণ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি সাধারণ সম্পাদকের কথার রেশ ধরেই বদলী সংক্রান্ত কোনো আবেদন নিয়ে কোনো সদস্যের প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয় নয় বলে মত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে জেলা সম্পাদকদেরও ভূমিকা নিতে হবে বলে তিনি জানান। সদস্যদের বদলীর আবেদন পত্র পাঠানোর আগে জেলা সম্পাদকদের সর্বদা বিচার বিবেচনা করে এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে কেন্দ্রীয় স্তরে পাঠানো উচিৎ জানিয়ে তিনি বলেন যে ২০০২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ব্যাচের সদস্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে ব্লক/ফার্ম থেকে মহকুমা/জেলা বা সমতুল পদে বদলীর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জেলা সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও জানান যে Official Resolution, 'সংবিধান সংশোধন' ও 'চিকিৎসাজনিত সহায়তা' সংক্রান্ত প্রস্তাব ৭ই জানুয়ারী ২০১৯-এর মধ্যে কেন্দ্রীয় স্তরে পাঠাতে হবে। যেহেতু পরবর্ত্তী কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ১৯শে জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে নির্ধারিত হয়েছে। তিনি আরও জানান নতুন সদস্যপদ গ্রহণের প্রস্তাবের পর্যালোচনা পরবর্ত্তী BGM-এর পর করা হবে।

শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) তাঁর বক্তব্যে বিগত বছরগুলিতে সংগঠনের কাজের খতিয়ান বিশ্লেষণ করেন।

সাফল্যের দিকগুলিকে তিনি নিম্নলিখতভাবে তুলে ধরেন—

১) নুতন ব্লক/জেলা সৃষ্টি ও নুতন কৃষি কার্যালয় স্থাপন।
২) ব্লক স্তরে গাড়ীর ব্যবস্থা।
৩) WBAS (Admn.) আধিকারিকদের নির্ভূল গ্রেডেশন লিস্ট প্রকাশনা।
৪) সংগঠনের সদস্য সংখ্যার উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি।
৫) কৃষি পুস্তিকাগুলির আশানুরূপ বিতরণ ব্যবস্থা।
৬) জেলা স্তরে নিয়মিত আলোচনা/মিটিং-এর ব্যবস্থা।

এইসব সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে, SLD, গবেষণা শাখার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযুক্তি, Asstt. D.A.-দের বদলীর আদেশনামা, কোর্ট কেস ইত্যাদি কিছু বিষয়ে এখনও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

এইসব বিষয়গুলিতে সংগঠনের প্রয়াস চলবে জানিয়ে তিনি নতুন নেতৃত্বকে এগিয়ে নিয়ে আসা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়েও সভার সদস্যদের দৃষ্টি আকির্ষন করেন।

শ্রী শক্তি ভদ্র, যুগ্ম সম্পাদক (এস্ট্যাবলিশমেন্ট) সভাকে জানান যে ৮৩ জন আধিকারিকের ১৬ বছরের MCAS এর আদেশনামা নভেম্বর

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

সাট্‌সা পঃবঙ্গের ৭ম দ্বি-বার্ষিক তথা ৬২তম সাধারণ সভা

গত ২৩শে-২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯, হাওড়া শহরের শরৎ সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাট্‌সা পঃবঙ্গের ৭ম দ্বিবার্ষিক তথা ৬২তম সাধারণ সভা। পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠারে সূচনা হয়। সংগঠনের

পদাধিকারীগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী অসীমা পাত্র, মাননীয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষি বিভাগ পঃবঙ্গ সরকার ও শ্রী প্রদীপ মজুমদার, মাননীয়া মুখ্য মন্ত্রীর কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক উপদেষ্টা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকান্ড ছাড়াও 'কৃষি রবি ২০১৯' পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০১৯-'২০ এই দুই বছরের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। শ্রী সুজন কুমার সেন সাট্‌সার সাধারণ সম্পাদক ও শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক সভাপতিরূপে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় দিনে (২৪শে ফেব্রুয়ারী) আয়োজিত হয় 'Conservation Technologies for Smart Agriculture' শীর্ষক একটি সেমিনার। সেমিনারটিতে পৌরহিত্য করেন প্রফেসর চিত্তরঞ্জন কোলে, রাজা রমান্না ফেলো, পারমাণবিক শক্তি দপ্তর, ভারত সরকার। অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তার মধ্যে ছিলেন ডঃ মনোজ প্রসাদ, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, NIPGR, ডঃ আর. কে. পাল, পূর্বতন ডিরেক্টর, ICAR-NRCP এবং শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী জেনারেল ম্যানেজার, ইন্দোফিল ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড প্রমূখ।

AGRICULTURE is the most healthful, most useful and most noble employment of Man. --George Washington

সন্দেশ এক নজরে—

১) গত ১৫ই নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ১১৬ জন WBAS (Admn.) আধিকারিকের Temporary নিয়োগের আদেশনামা প্রকাশিত হল।

২) প্রকাশিত হল মে ২০১৮ সালে আয়োজিত ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার ফলাফল।

৩) ৮২ জন WBAS (Admn.) আধিকারিকের ১৬ বছরের MCAS -এর আদেশনামা প্রকাশিত হল।

৪) ১২ই মার্চ ২০১৯ প্রকাশিত হল ৩৭ জন WBAS (Admn.) আধিকারিকের ২৫ বছরের MCAS সংক্রান্ত আদেশনামা।

৫) রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাট্‌সা জেলা শাখাগুলির দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা।

৬) ১৮ই এপ্রিল ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হল ১(এক) জন WBAS (Admn.) আধিকারিকের ২৫ বছরের MCAS -এর আদেশনামা প্রকাশিত হল।

৭) ১৬ই এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ২৪ জন WBAS (Res,) আধিকারিকের Temporary নিয়োগের আদেশনামা প্রকাশিত হল।

৬ষ্ঠ সভার প্রতিবেদন...

প্রথম পাতার পর

২০১৮-এর মধ্যে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা চলছে। পরবর্ত্তীতে ৬০ জন আধিকারিকেরও এ বিষয়ে কাজ শুরু হবে। তিনি আরও জানান যে এর সঙ্গে ৩৯ জন আধিকারিকের ২৫ বৎসরের MCAS-এর কাজও চলছে। তিনি বলেন ইতিমধ্যে ১১৬ জন আধিকারিকের Provisional appointment থেকে temporary appointment-এর আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রী সুমন সেন, যুগ্ম সম্পাদক (প্রেস ও পাবলিসিটি) ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে 'চিকিৎসাজনিত সহায়তা' প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সাট্‌সা বুলেটিন ও সাট্‌সা মুখপত্র-এর প্রকাশনার বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন। কৃষি পুস্তিকা সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি বলেন গত দুই বছরে পাঁচ লাখ কৃষি পুস্তিকা বিতরণ হয়েছে এবং ১৩ তম কৃষি পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবে আগামী BGM-এ। সংগঠনের ওয়েবসাইটের মেম্বার প্রোফাইল অংশের উন্নতিকরণের কাজ শীঘ্রই শেষ হবে বলেও তিনি জানান।

শ্রী স্বরূপ কুমার চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক (আইন বিষয়ক) DAWB-র নিয়োগ বিধি নিয়ে যে কোর্ট কেসটি চলছে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন যে পরবর্তী শুনানি জানুয়ারী ২০১৯-এ নির্ধারিত হয়েছে। সংগঠনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে বলেও তিনি জানান। তৎসত্ত্বেও কোনো অন্তর্ভুক্তি/বিয়োজন/সংশোধনী থাকলে তা সভাপতির গোচরে আনার আবেদন তিনি রাখেন। জেলা সম্পাদকদের জেলা পর্যায়ের নির্বাচনের কাজ দ্রুত শেষ করার অনুরোধও তিনি করেন।

শ্রী গৌতম মন্ডল, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ, জেলা সম্পাদকদের বিজ্ঞাপনের ফর্মগুলি ডিসেম্বর ২০১৮-এর মধ্যে ফিরিয়ে দেবার আবেদন জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। হিসাব রক্ষার সুবিধার্থে কোনো তহবিল RTGS/NEFT-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠালে তা ইমেল-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেবার জন্য তিনি জেলা সম্পাদকদের কাছে আবেদন রাখেন। আগামী জানুয়ারী ২০১৯-এর পরবর্ত্তীতে জেলাগুলি তাদের ছাপানো কোনো রসিদ বই ব্যবহার করবেন না, এবং রাজ্যস্তরেই সব রসিদ বই ছাপিয়ে জেলাগুলিকে প্রয়োজন ভিত্তিক সরবরাহ করা হবে। প্রয়োজন জানানোর সময় জেলাগুলিকে ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত পুরাতন রসিদ বইগুলির একটি হিসাব পেশ করতে হবে। তিনি সংগঠনের করা ফিক্সড ডিপোজিট-এর বিষয়েও আলোচনা করেন।

শ্রী শঙ্কর দাস কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য, উপস্থিত সকলকে পূর্বের ঘটনা পরম্পরার নিরিখে একত্রিতভাবে ভবিষ্যতের যে কোনো আঘাত কে প্রতিহত করার আহ্বান জানান।

CEC সদস্যবৃন্দরাও তাদের মূল্যবান মতামত জানান।

মিটিং-এর পরবর্ত্তী পর্যায়ে, সব জেলা সম্পাদকদের বিভিন্ন বিষয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে অনুরোধ করেন, সভাপতি, সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ।

বীরভূমের জেলা সম্পাদক উত্থাপিত বিষয়গুলির উপর মত প্রকাশ করে বলেন, তার জেলায় ১.৫ বিঘা জমি কৃষি ভবন তৈরীর জন্য পাওয়া যাবে। এছাড়াও চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তার বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন, হাওড়ার জেলা সম্পাদক ফসল বীমা যোজনা প্রকল্পে বীমাকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। জেলা সম্পাদক, দার্জিলিং প্রস্তাব দেন 'কৃষি জলবায়ু অঞ্চল' অনুসারে কৃষি রবি নির্বাচন করা যেতে পারে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক হোয়াটস্ অ্যাপ যে গ্রুপগুলি সদস্য বন্ধুরা ব্যবহার করছেন তার নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষি দপ্তরের কর্মীদের অন্যান্য কিছু সংগঠনের সাধারণ সভাতে সাট্‌সার বিরোধী সংগঠনের কিছু সদস্যের আমন্ত্রিত হবার বিষয়টির উপরও তিনি দৃষ্টি আকর্ষন করেন। নদীয়া জেলার জেলা সম্পাদক ডাল ও তৈলবীজ চাষের উপরও কৃষি পুস্তিকা প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। জেলা সম্পাদক, কলকাতা জানান সাট্‌সা ভবনের মেরামতির প্রয়োজন। তিনি এবিষয়ে সাট্‌সা ভবন রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি আরও জানান আগামী ২৮শে নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পিয়ারলেস হাসপাতালের সহযোগিতায় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে, সাট্‌সা কলকাতা শাখা।

অতঃপর বর্ধমান জেলা শাখার প্রতিনিধি, নুতন সৃষ্ট ব্লকগুলিতে আধিকারিক নিয়োগ এবং নুতন কৃষি মহকুমা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও কিছু সদস্যের নাম প্রকাশিত ভোটার লিস্টে না থাকার উল্লেখও তিনি করেন। দঃ ২৪ পরগণা জেলার জেলা সম্পাদক FOAP প্রকল্প সংক্রান্ত নুতন আদেশনামার কিছু বিষয়ে বাস্তব অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য জেলার জেলা সম্পাদকরাও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

সর্বশেষে সভা সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন—

১) ভোটার লিস্ট প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় নুতন সদস্যপদ গৃহীত হবে একমাত্র পরবর্ত্তী BGM-এর পরে।

২) সংশোধনীর উদ্দেশ্যে, জেলা সম্পাদকরা ভোটার লিস্টে বাদ যাওয়া সদস্যদের নামের তালিকা অতি সত্বর পাঠাবেন। নুতন আধিকারিক নিয়োগের আগে সাময়িক কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে, নুতন সৃষ্ট ব্লকগুলির দায়িত্ব কোন কোন আধিকারিক সামলাবেন তারপ্রস্তাবিত তালিকা উপকৃষি অধিকর্তার কার্যালয় থেকে পাঠানোর ব্যাপারেও উদ্যোগ নেবেন বর্ধমান জেলার জেলা সম্পাদক।

৩) জেলার সভাধিপতি মহাশয়দের থেকে সুপারিশকৃত নতুন কৃষি মহকুমা সৃষ্টি সংক্রান্ত চিঠি রাজ্যে পাঠানোর উদ্যোগ নিতে হবে জেলা সম্পাদকদের।

৪) কৃষি পুস্তিকাগুলির বহন খরচ ১লা এপ্রিল ২০১৯-এর পর থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে বহন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে খরচের বিল জমা দিতে হবে।

৫) 'চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা' সংক্রান্ত খসড়াটি জেলায় পাঠনো হবে। জেলার BGM-এ, এই সংক্রান্ত আলোচনা করে, এ ব্যাপারে জেলার মতামত/পরামর্শ জেলার BGM এর অব্যবহিত পরেই রাজ্যে পাঠতে হবে।

অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৭-১৮ বর্ষের সপ্তম সভার প্রতিবেদন

গত ১৯শে জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে দীঘাতে অনুষ্ঠিত হল সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের ২০১৭-১৮ বর্ষের সপ্তম কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা।

জেলা সম্পাদক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা, সকল সদস্যদের স্বাগত জানান। শ্রী মুরারী যাদব, সভাপতি সাট্‌সা অতঃপর সাম্প্রতিক কালে পরলোকগত সদস্য বন্ধু রাজেশ সিং ও এ.কে জামাল-এর আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালনের অনুরোধ জানান।

বর্তমান কমিটির গৃহীত কর্মসূচীগুলিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, পরবর্ত্তী কমিটিও গ্রহণ করবেন এই আশা ব্যক্ত করে সভাপতি আলোচনা শুরু করেন। তিনি নবনির্বাচিত জেলা সম্পাদকগণকে সাধারণ সদস্যদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করার অনুরোধ জানান। যেহেতু তারা সরকারী প্রকল্পগুলিকে সময় মতো পেশ করার জন্য অত্যন্ত চাপের মধ্যে কাজ করছে, সেহেতু তাদের প্রতি সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার অনুরোধও তিনি করেন।

বর্তমান কমিটির কার্যকাল সপ্তম BGM-এর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হবার প্রেক্ষিতে সাট্‌সার সংবিধান অনুযায়ী একটি নির্বাচন কমিটির গঠন করা হয়েছিল বলে তিনি জানান। ২০১৯-২০২০'র কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটির প্রতিটি পদেই একটি করেই নমিনেশন জমা পড়ার কারণে নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না বলে তিনি অভমিত প্রকাশ করেন।

তিনি সপ্তম BGM সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত সব কমিটি গুলির সদস্যদের নামও ঘোষণা করেন।

অতঃপর শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক, সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ সকল উপস্থিত সদস্যদের সামনে নতুন 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। জেলা সম্পাদকদেরও এ ব্যাপারে সঠিক ভূমিকা নেওয়া উচিত বলে তিনি জানান। তিনি কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটিতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন।

শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) BGM-এর জন্য প্রস্তুত 'শোক প্রস্তাব', এবং শ্রী সুজন সেন, দপ্তর সম্পাদক 'সংগঠনের প্রস্তাবনা' (Official Resolution)-র খসড়া পাঠ করেন। শ্রী গৌতম মন্ডল, কেন্দ্রীয় কোষাধক্ষ্য বর্তমান তহবিলের হিসাব পেশ করেন।

শ্রী সুমন সেন, যুগ্ম সম্পাদক (প্রেস ও পাবলিসিটি) সাট্‌সার সংবিধানের প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলি পাঠ করেন—

(১) Clause 2e & 21 — অসুস্থতার কারণে আর্থিক সাহায্য সম্পর্কিত।
(২) Clause 2 a (v) — সাম্মানিক সদস্য সম্পর্কিত।
(৩) Clause 4 (i) — সাসপেন্ডেড সদস্যদের এন্ট্রি ফী সম্পর্কিত।
(৪) Clause 5v — CEC-এর সদস্য সংখ্যা ১০ থেকে ১৩-এ বৃদ্ধি সম্পর্কিত।
(৫) Clause 8d(1), 8g, 11b, 14 vii, 6ai, 15(iv), 15c(i) ইত্যাদি।
(৬) ফর্ম A, A(III)-এর সংশোধনী ও 'A IV' এবং 'AV' -এর অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত।

সর্বশেষে, সভা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করে—

১) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ থেকে ১৩টিতে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
২) সকল প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি গৃহীত হয়।
৩) অফিসিয়াল রেসোলিউশনটি গৃহীত হয়।
৪) শোক প্রস্তাব এর খসড়াটি গৃহীত হয়।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা সমাপ্ত হয়।

জেলার খবর : উত্তর দিনাজপুর

গত ২৩শে ডিসেম্বর ২০১৮ রায়গঞ্জ কৃষক বাজার প্রাঙ্গন, উত্তর দিনাজপুর-এ অনুষ্ঠিত হল 'দুঃস্থদের কম্বল ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য

হুইল চেয়ার বিতরণ কর্মসূচী'। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাবের জেলা সম্পাদক শ্রী ললিত আগরওয়াল, জেলা কৃষি উপকরণ বিক্রেতা সমিতির সভাপতি শ্রী রতন আগরওয়াল, রায়গঞ্জ পঃ সমিতির সহ সভাপতি শ্রী মানস কুমার ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) সহ সাট্‌সার অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃত্ববৃন্দ। সাট্‌সা, উঃ দিনাজপুর জেলা শাখার জেলা সম্পাদক শ্রী শংকর চন্দ্র দাস মহাশয়ের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয় এবং ৩০০টি কম্বল ও ৯টি হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

কোচবিহার

জিরো টিলেজ যন্ত্রের সাহায্যে ভূট্টা বীজের বপণের উপর একটি প্রদর্শনী ক্ষেত্র আয়োজিত হল কোচবিহার-১ নং ব্লকের এলাজানের কুঠি এলাকার শ্রী দীপক রায়ের জমিতে। প্রদর্শনী ক্ষেত্রটির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রযুক্তি সরবরাহ করেন সাট্‌সা কোচবিহার শাখার সদস্যবৃন্দ।

জিরো টিলেজ যন্ত্রের সরবরাহের ব্যবস্থা করেন 'সাতমাইল সতীশ ক্লাব ও পাঠাগার' সংস্থাটি। এই উপলক্ষ্যে তিনটি খামার বিদ্যালয়ও সংগঠিত করা হয়। এলাকার মানুষের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন ফেলে সাট্‌সার এই কর্মকান্ড।

পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া।। —খনা

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী সন্দীপ্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত।